চা বেচে ৭২ লক্ষ ডলার

নিন এক কাপ চা খান। সাথে কেক বিস্কিটও আছে। আজ ২৫শে মে! আমরা ক্যান্সার গবেষণার জন্য পয়সা তুলছি। এই যে বাক্স। পকেটের খুচরা পয়সা গুলো এখানে ফেলুন। মেটামুটি এই হবে ২৫মে সকালে অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অপিস আদালতের একটি খন্ডচিত্র। এই দিন সারা অষ্ট্রেলিয়ায় উৎসাহী লোকেরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সকালের নাস্তার আয়োজন করে থাকেন। চা বিস্কিট বিক্রী করে যা পাওয়া যায় তা জমা দেন ক্যান্সার কাম্পিলের তহবিলে। ছোট ছোট পরিমান কিন্তু সারা দেশের এই সব ছোট ছোট পরিমান এক সাথে করে গত বছর হয়েছিল ৭২ লক্ষ ডলার। প্রায় ৩৬ কোটি টাকা। এই অনুষ্ঠান গত বছর গিনিস বুক অব রেকর্ডে তার স্থান করে নিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টি পার্টি হিসাবে।

সুপ্রভাত বাংলাদেশ

চা বেচে ক্যান্সার গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহের এই ধারনায় অনুপ্রানিত হয়ে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশীরাও। ব্লাকটাউনের আশেপাশে বসবাসকারী কয়েকটি পরিবার গত কয়েক বছর ধরে মে মাসের শুরুতে আয়োজন করে আসছেন একটি অভিনব অনুষ্ঠান। সকালের নাস্তা। নামটাও সুন্দর - Good Morning Bangladesh. কেউ দেন পরোটা, কেউ দেন ভাজি, বুটের ডাল, পাটি-সাপ্টা, ভাপা পিঠা, রকমারী মিষ্টি আরো কত কি। আর যারা শীতের সকালে গরম পরোটা আর ভাপা পিঠার স্বাদ পেয়েছেন তারা ভিড় করে আসেন এই বাহারী নাস্তা খেতে। দুটো পরোটা, কিছু ভাজি কিংবা ডাল - ৫ ডলার। ভাপা পিঠা আড়াই ডলার। চা দুই ডলায়। মোটামুটি দশ বারো ডলারে সুন্দর দেশী নাস্তা হয়ে যায়, সেই সাথে মেলে একটা ভালো কাজে শরিক হতে পারার মানষিক প্রশান্তি। গত রবিবার (৭-মে-২০০৬) ব্লাকটাউন কাউন্সিল চত্তরে অয়োজিত নাস্তা থেকে ওঠা অর্থ এর মধ্যে নিউ সাউথ ওয়েলস ক্যান্সার কাউন্সিলে জমা দেওয়া হয়েছে। মোট ৩,৯০৭ ডলার।

২০০ পরোটা

প্রতি বছরের মত এবারও ২০০ পরোটা বানিয়ে এবং সকালে গরম গরম ভেজে দিয়েছেন মিসেস লায়লা হক। তিনি এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ডঃ আব্দুল হকের স্ত্রী। ঘরে বসে নিজ হাতে এক সপ্তাহ ধরে বানিয়েছেন তিনি এগুলো। এ কাজে তাকে সাহায্য করেছেন জনাব সফির আহমেদ সাহেবের স্ত্রী - নাজনীন আহমেদ।

আপনার এলাকা

ডঃ আব্দুল হক জানালেন, এ আয়োজন শুধু ব্লাকটাউনে সীমাবদ্ধ না রেখে সিডনীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া যায় খুব সহজেই। কেউ উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এলেই আমরা

পরামর্শ দিয়ে নানা ভাবে সাহায্য করতে পারি। ১৪ই মে গ্লেনউডে একটা অনুষ্ঠান হবে। আমরা আশা করি আগামীতে ইষ্টলেক বা হিলসডেলেও হবে।

ক্যান্সার চিকিৎসায় সাফল্য

গত কয়েক দশকে ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ক্যান্সার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এর অর্ধেকেরও বেশী এখন নিরাময় যোগ্য। ক্যান্সার গবেষণায় অর্জিত সাফল্য শুধু অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ভোগ করবে এর সুফল। তাই একটি ছোট্ট অনুরোধ - আগামী বছর আসতে ভুলবেন না যেন।

- আনিসুর রহমান